COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মাসিক

PROKAS Promoting Knowledge for Accountable Systems

জলবায়ু তথ্য পরিক্রমা

২য় সংখ্যা, ভাদ্র- আশ্বিন ১৪২৪, সেপ্টেম্বর -২০১৭ ১ম বর্ষ,

পটুয়াখালীতে জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ সকাল ১১.০০ঘটিকায় জেলা পর্যয়ের প্রকল্প অবহিতকরন সভা পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।সভায় জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),সভাপতি জেলা প্রেস ক্লাব,বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, সুশিল সমাজ, রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব, নাগরিক সমাজের সংগঠন এর নেতৃবৃন্দ সহ অনেকেই অংশগ্রহন করেন। আলোচনা পর্বে বক্তারা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে যেমন প্রশ্ন করেন তেমনি

প্রকল্পের পক্ষ থেকে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ননাকরা হচ্ছে।

জলবায়ু অর্থায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপট এর উপর ভিত্তি করে তাদের মতামত প্রদান করেন।

শুরুতেই স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকল্পের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সকলের সামনে তুলে ধরেন কোস্ট ট্রাস্ট সিএফটিএম প্রকল্প,পটুয়াখালী, জেলা টিম লিডার মো: আবুল হাসান তিনি বলেন, সিএফটিএম প্রকল্প তার কর্ম এলাকায় বিভিন্ন সভা ও প্রশিক্ষন আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ নাগরিক সমাজ তৈরি করবে এবং তাদের স্বক্ষমতা বৃধ্বিতে কাজ করবে যেনো তারা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার মানুষের চাহিদা ও সমস্যা নিরুপন করতে পারে এবং সরকারের বিভিন্ন (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে) দপ্তরের সাথে সমস্যাগুলো সমাধানে

নিজের মতামত ও বক্তব্য প্রদান করছেন ড. মো: মাছুমুর রহমান,জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী।

পলিসি এডভোকেসি ও আস্থা অর্জন করতে পারে।

ব্লাস্টের সমন্বয়কারী এডভোকেট নিজাম উদ্দিন বলেন টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে না পারলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু অর্থায়নের যথার্থ ব্যাবহারের কোন বিকল্প নেই আমরা প্রকল্পের কাজকে খুবই গুরুত্বপুর্ন মনে করছি এবং সব ধরনের সহযোগীতা আমরা করতে প্রস্তুত।পটুয়াখালী জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব কাজী শামসুর রহমান ইকবাল হোসেন বলেন সিএফটিম প্রকল্পটি যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে আমরা তাদের স্বাগত জানাই তারা একটি সিস্টেম উন্নয়ন করতে চায় তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহন বৃধ্বি করতে চায় যা টেকসই উন্নয়ন এর সহায়ক হবে এটা খুবই ভালো উদ্যোগ।

জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজের সংগঠন পটুয়াখালী সদর উপজেলার সভাপতি জনাব সুলতান আহমেদ বলেন আমরা বিভিন্ন সময় আপনাদের কাছে যাবো জলবায়ু অর্থায়ন হতে বাস্তবায়িত প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য জানতে, আশা করি আপনারা আমাদের নাগরিক সমাজের সংগঠনকে সর্বাত্তক সহযোগিতা করবেন।

মো: ইদ্রিস মিয়া,সহকারী বন সংরক্ষক,পটুয়াখালী জেলা বলেন বনবিভাগ উপকূলীয় এলাকায় লক্ষ লক্ষ চারা রোপনের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ব্যাপক ভুমিকা রাখছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. মাছুমুর রহমান বলেন জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যাটি এখন আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিনিত হয়েছে। যদিও আমরা এই পরিবর্তনের জন্য কোনভাবেই দায়ী নই। পটুয়াখালীকে এই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার হাত রক্ষা করতে আমরা সবাই একযোগে কাজ করবো আমরা একে অন্যকে সহযোগিতা করবো।পটুয়াখালীতে একটি নিজস্ব কমিউনিটি রেডিও খুবই গুরুত্বপুর্ন বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তা অনেক সহযোগিতা করবে। কোস্ট ট্রাস্টের সিএফটিএম প্রকল্পটি যে লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে তা আমাদের উপকুলবাসীর জন্য অনেক সহায়ক, পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে ভুমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাষ।তিনি উপস্থিত সকলকে কোস্ট ট্রাস্ট এর সিএফটিএম প্রকল্পের কার্যক্রমকে সহযোগিতা করার আহবান জানান।

পটুয়াখালীতে সামাজিক পর্যবেক্ষন ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা অর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষন

জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজ এর নেতৃবৃন্দদের সামাজিক পর্যবেক্ষন ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা অর্জন বিষয়ক ২দিন ব্যাপি প্রশিক্ষন চলতি মাসের ৩ ও ৪ তারিখ পটুয়াখালী কোডেক প্রশিক্ষন

সামাজিক পর্যবেক্ষন ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বিষয়ক প্রশিক্ষনে সহায়ক এর সেশন পরিচালনা

কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

সামাজিক ক্ষমতা চিত্রায়ন বিশ্লেষনের পদ্ধতি সমূহ, বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের ইতিবাচক মনোভাব পরিবর্তনের জন্য প্রধান অধিপরামর্শের কৌশল সমূহ ,সামাজিক জবাবদিহিতার বিভিন্ন পদ্ধতি ও সামাজিক নিরীক্ষা, জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় আন্তজাতিক অর্থায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রশিক্ষনের আলোচ্য বিষয় হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয়। নাগরিক সমাজের স্বক্ষমতা অর্জন বিষয়ক এই প্রশিক্ষনে মোট ২৪ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশ নেয়। প্রশিক্ষনে সহায়তাকারী হিসেবে ছিলেন- সৈয়দ আমিনুল হক, মো: আবুল হাসান, রাজীব ঘোষ, পিন্টু বিশ্বাষ প্রমুখ।

প্রশিক্ষনের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীরা,'' ইতিবাচক দৃষ্টি ভংগি ও অধিপরামর্শের বিভিন্ন কৌশল সমুহ, ক্ষমতার চিত্রায়ন বিশ্লেষন, সামাজিক জবাবদিহিতা,সামাজিক নিরীক্ষার পদ্ধতিগত আলোচনা, আমাদের

সামাজিক পর্যবেক্ষন ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বিষয়ক প্রশিক্ষনে সহায়ক এর সেশন পরিচালনা

আবহাওয়া ও জলবায়ু, কেন এই পরিবর্তন, জলবায়ু অর্থায়ন কৌশল জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, আমরা নাগরিক সমাজ কি করতে পারি এবং আমাদের ভুমিকা আসলে কোথায়?? ইত্যাদি বিষয়গুলোতে তাদের ধারনা আরো স্বচ্ছ ও উন্নত হয়েছে বলে তারা মনে করেছে।

প্রশিক্ষন শেষে তারা তাদের অনুভুতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে উপকুলবাসীকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন টেকসই উন্নয়ন,একমাত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাই পারে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে,আমাদের নিজেদের স্বক্ষমতা না থাকলে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়, স্বক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই ধরনের প্রশিক্ষনের কোন বিকল্প নেই বলে তারা মনে করেন।

প্রশিক্ষনার্থী গাজি মোস্তফা কামাল বলেন ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, টর্নেডো, সাইক্লোন, খরার সময় সাধারণ মানুষের কোনো কাজ থাকে না।

সামাজিক পর্যবেক্ষন ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বিষয়ক প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষনার্থীদের গ্রুপ ওয়ার্ক

জেলেরা নদীতে যেতে পারে না, কৃষক চাষাবাদ করতে পারে না যার ফলে তারা দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে আমরা এতদিনে বুঝতে পেরেছি জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে আমাদের ক্ষতি করছে তিলে তিলে।

মো: জামাল হোসেন বলেন, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে আমাদের আরো বেশি সোচ্ছার হতে হবে, আমাদের দক্ষ হয়ে উঠতে হবে,আমরা কিভাবে কাজটা করবো প্রশিক্ষনে না এলে তা কখনোই বুঝতে পারতামনা।তাসলিমা বেগম বলেন যে ধরনের উন্নয়ন হচ্ছে তা টেকসই উন্নয়ন বলা যাবেনা আমরা নাগরিকদের সাথে নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভুমিকা রাখতে চাই।

নাগরিক সমাজকে দক্ষ করে তোলা এবং জলবায়ু তহবিলের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে তাদের অবদান নিশ্চিত করতে সিএফটিএম প্রকল্প বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক প্রশিক্ষন প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করে যা ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে।

তথ্যের প্রবেশাধিকার আমাদের সবার টেকসই উপকূল চাই, জলবায়ু অর্থায়ন ও তথ্য প্রকাশের বিকল্প নাই

গত ২৮সেপ্টম্বর,২০১৭ জেলা প্রশাসন এর আয়োজনে কোস্ট ও প্রকাশ এর সহযোগিতায় সার্বজনীন তথ্য জানার অধিকার দিবস-২০১৭ ভোলা ও পটুয়াখালিতে পৃথকভাবে উদযাপিত হয়।দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় জলবায়ু অর্থায়ন ও উন্নয়ন প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজ '' তথ্যের প্রবেশাধিকার আমাদের সবার,টেকসই উপকূল চাই,জলবায়ু অর্থায়ন ও তথ্য প্রকাশের বিকল্প নাই'' এর নেতৃবৃন্দরা উক্ত দাবি উপস্থাপন করেন। জেলা প্রশাসন আর্ন্তজাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উৎযাপন উপলক্ষে র‍্যালি,আলোচনা সভা ও তথ্য মেলার আয়োজন করেন।

ভোলা: জেলা প্রশাসক জনাব,মোহাং সেলিম উদ্দিনের নেতৃত্ব প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা,সুশীল সমাজের প্রতিনিধি,সাংবাদিক,বিভিন্ন

স্কুল,কলেজের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্ধ,এনজিও প্রতিনিধি এবং সিএফটিএম প্রকল্পের জলবায়ু অর্থায়ন ও উন্নয়ন প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজ এর প্রতিনিধিগনের অংশগ্রহনে ভোলা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর সামনে থেকে সকাল ৯.০০টায় র‍্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

র‍্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় বক্তাগন আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস, এর গুরুত্ব আলোকপাত করেন। তারা বলেন তথ্যে অবাধ প্রবাহই সুশাসন,

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো: সেলিম উদ্দিন,জেলা প্রমাসক,ভোলা।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মূল কথা।

সাংবাদিক, জনাব অমিতাভ অপু বলেন, যেকোনো তথ্য আদান প্রদান যত সহজ হবে ততই স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। আমরা যাতে যেকোনো প্রতিষ্ঠান হতে সহজে তথ্য পেতে পারি তার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রচারনা বাড়ানো কারন জনগনকে যাতে তথ্য চাইতে উৎসাহিত হয়।

জেলা তথ্য কর্মকর্তা, জনাব আহসান উল কবির বলেন ২০০৯ সালে সরকার তথ্য জানার অধিকার আইন পাশ করে যার মাধ্যমে সরকার জনগনের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।এখন দপ্তর গুলো তথ্য দিয়ে থাকে আমরা চাই জনগন নিয়মিত তথ্য চাইবে এর মাধ্যমে সকল দপ্তরের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

সিএফটিএম প্রকল্পের জেলা টিম লিডার, জনাব রাশিদা বেগম বলেন, আমরা জলবায়ু অর্থায়নের সকল তথ্য নিয়মিত পেতে চাই কারন জলবায়ু প্রকল্পের কাজের প্রচারনা বাড়লে জলবায়ু অর্থায়নের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব সুব্রত কুমার সিকদার বলেন, তথ্য জানার বিষয়টি দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই হবে না। যেকোনো সরকারি,বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য চাওয়া হলে তথ্য দিতে হবে আমরা তথ্য দিয়ে থাকি আপনারাও তথ্য দিবেন ।

জেলা প্রশাসক জনাব,মোহাং সেলিম উদ্দিন বলেন,তথ্য আদান প্রদান এর মাধ্যমে কাজের স্বচ্ছতা বাড়ে গুনগতমান বৃদ্ধি পায়।জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়েন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হলে তথ্য আদান প্রদান জরুরি আমরা আশা করছি সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলো প্রয়োজনিয় তথ্য প্রদান করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

পটুয়াখালী: w`emwU Dcj‡ÿ¨ mKvj 9.00Uvq জেলা সার্কিট হাউজ,পটুয়াখালী এর সামনে থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে জেলা প্রশাসনের কার্যালয় এর সামনে শেষ হয়,র‍্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় বক্তাগন আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস,২০১৭ এর গুরুত্ব আলোকপাত করেন। তারা বলেন অবাধ তথ্য প্রবাহের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব স্বচ্ছতা আনতে হলে তথ্য উম্মুক্ত করতে হবে এবং যে কেউ তথ্য চাইলে তা প্রদান করতে হবে।

সার্বজনীন তথ্য জানার অধিকার দিবসে নাগরিক সমাজের উদ্যেগে র‍্যালি অনুষ্ঠিত,পটুয়াখালী

সাংবাদিক, জনাব এনায়েত করিম বলেন, যে কোনো তথ্য আদান প্রদান যত সহজ হবে ততই স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। আমরা যাতে যেকোনো প্রতিষ্ঠান হতে সহজে তথ্য পেতে পারি তার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রচারনা বাড়ানো কারন জনগনকে যাতে তথ্য চাইতে উৎসাহিত হয়।

জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজের আব্দুল কাইয়ুম বলেন আমরা চাই সরকারি ও বেসরকারি সকল দপ্তর গুলো জনগনকে নিয়মিত তথ্য দিবে বিশেষ করে জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভুমিকা রাখবে। আমরা যদি আমাদের উপকুলকে রক্ষা করতে চাই তাহলে জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি

র‍্যালিতে অন্যান্যদের সাথে অংশগ্রহন করেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ,পটুয়াখালী।

করতে হবে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব মো: হেমায়েত উদ্দিন বলেন, তথ্য জানার বিষয়টি দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই হবে না আমাদের প্রত্যেককেই সচেতন হতে হবে তথ্য দেয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। যেকোনো সরকারি,বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিধি মোতাবেক তথ্য দিবে হবে।জনগনকে অবশ্যই তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে জনগন তার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করতে পারবে।

জেলা প্রশাসক জনাব, মাছুমুর রহমান বলেন, জনগনকে তথ্য প্রদানে সরকার আন্তরিক এজন্য সরকার হট লাইন নম্বর ৩৩৩ চালু করেছে।জনগন সরকারের যে কোন সেবা সংক্রান্ত তথ্য এই নম্বরে ফোন করে জানতে

র‍্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত, বক্তব্য রাখছেন কোস্ট ট্রাস্ট প্রতিনিধি

পারবে এছারা সরকার তথ্য সেবার উন্নয়নের জন্য দ্বীতিয় সাবমেরিন কেবল এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে এর ফলে জনগন আরো দ্রুত সেবা পাবে।তথ্য আদান প্রদান এর মাধ্যমে কাজের স্বচ্ছতা বাড়ে গুনগতমান বৃদ্ধি পায়। তথ্য অধিকার দিবস পালনে সহায়তা করার জন্য কোস্ট ট্রাস্ট ও প্রকাশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তথ্য অধিকার দিবসের আলোচনা সভার সমাপ্তি করেন।

নাগরিক সামজের (ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের) অংশগ্রহনে পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪সেপ্টেম্বর,২০১৭নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ধারণা এবং আমাদের ভবিষ্যতে করণীয় শীর্ষক পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা চরফ্যাশন উপজেলার ৩নং চরমাদ্রাজ ইউনিয়ন পরিষদ সম্মেলন কক্ষ,ইউনিয়ন পরিষদবর্গেও সাথে অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন: জনাব মোঃমোজাম্মেল হক জমাদার- চেয়ারম্যান,৩নং চরমাদ্রাজ ইউনিয়ন পরিষদ,চরফ্যাশন, ভোলা। সভায় বক্তারা তাদের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও করনীয় সম্পর্কে

আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন চেয়ারম্যান ৩নং মাদ্রাজ ইউনিয়ন,চরফ্যাশন,ভোলা

মতামত ব্যাক্ত করেন।

জনাব মোঃআলাউদ্দিন ইউ,পি সদস্য ৩নং ওয়ার্ড.চরমাদ্রাজ ইউ,পি বলেন আমরা চরাঞ্চলের মানুষ আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি।আমরা প্রতিবছর নদী ভাঙ্গান,বন্যা,সাইক্লোন এর শিকার হচ্ছি,যার ফলে আমাদের এলাকার জনগন জমিজমা,ঘরবাড়ি হারাচ্ছে।তারা দেশান্তরি হচ্ছে কর্মসংস্থান হারিয়ে বোকার হচ্ছে।এখন থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে।

জনাবা নাছিমা বেগম সংরক্ষিত নারী ইউ,পি সদস্য ৩নং ওয়ার্ড.চরমাদ্রাজ ইউ,পি বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভোলা জেলা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ।জলবায়ু পরিবর্তনে ফলে বৃষ্টিপাত বেড়ে গেছে,তাপমাত্রা বেড়ে গেছে,নদী ভাঙ্গান,বন্যা,বজ্রপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুযোর্গ বৃদ্ধির ফলে জনগন বাস্তহারা হচ্ছে।যার ফলে ঝড়ে পরা বাল্যবিবাহ,বহু বিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃমোজাম্মেল হক জমাদার- চেয়ারম্যান,৩নং চরমাদ্রাজ ইউনিয়ন পরিষদ বলেন, আপনারা স্ব স্ব ওয়ার্ড এর জনগনকে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। মা ও অভিভাবক সমাবেশের ম্যাধমে শিক্ষক সহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করবেন।চরফ্যাসনে ৫ লক্ষ গাছ রোপণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

নদীভাঙ্গন এলাকাগুলোতে তাল গাছ লাগাতে হবে। তিনি বলেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বচ্ছতায়,কারন স্বচ্ছতা না থাকলে স্থায়ি উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে নাগরিক সমাজের সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম।

উন্নয়নের স্বার্থে দেশে সুশাষন নিশ্চিত করতে হলে সরকারের বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন উদ্যেগে নাগরিক পর্যবেক্ষন তথা তাদের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। সরকারি সম্পদের সুষ্ঠ ও সমবন্টন নিশ্চিত করা,দুর্নীতি হ্রাস,দারিদ্র বিমোচন এবং সর্বপোরী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে সামাজিক নিরীক্ষা চর্চার গুরুত্ব অপরীসিম।

গলাচিপা উপজেলার ডাকুয়া ইউনিয়নে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত-পটুয়াখালী।

কোস্ট-সিএফটিএম প্রকল্প পটুয়াখালী জেলায় তার কার্যক্রমের আওতাধীন উপজেলাগুলোতে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানসমুহ যারা সরকারি অথবা দাতা সংস্থা কতৃক তহবিল প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসুচীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সমুহ বাস্তবায়ন করছে, সেই সকল কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। ZviB avivewnKZvq MZ 18gd cncrgtmghv 2017 MjwPcv Dc‡Rjvi WvKqv BDwbq‡bi নিজামুল চত্রা হয়ে আটখালী পর্যন্ত ১ কি.মি রাস্তা,রাস্তার উপর কালভার্ট ও সাইক্লোন শেল্টার নির্মান কাজ পরিদর্শন করেন নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দরা। এলজিইডি(স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) কতৃক বাস্তবায়িত উক্ত

গলাচিপা উপজেলার ডাকুয়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত-পটুয়াখালী।

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৫ কোটি নব্বই ৪০ লক্ষ ১৭ হাজার ২৬৯ টাকা। এবং প্রকল্পটির সমাপ্তির মেয়াদ কাল: জুন ২০১৭ হলেও এখনও সাইক্লোন শেল্টারটি হস্তান্তর করা হয়নি। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অত্র এলাকার স্ধারন মানুষেররা খুব সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারবে এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময় বিশেষ করে- বন্যা,ঘুর্নিঝড়,সাইক্লোন, জলোচ্ছাস ইত্যাদি। স্থানীয়রা পূর্ব থেকেই এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারবে এবং তাদের জীবন ও মালামাল ক্ষতিগ্রস্থতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। পরিদর্শন কালীন সময় জলবায়ু অর্থায়ন উন্নয়ন ও প্রচারনা বিষয়ক নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দরা নিজামুল চত্রা গ্রামের বিভিন্ন উপকারভোগীর সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের মতামত গ্রহন করেনএই সামাজিক জবাবদিহিতার চর্চার ফলে একদিকে যেমন উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সেবাভোগীদের কার্যকর অংশগ্রহন ও নিশ্চিত হচ্ছে।

নাগরিক সমাজের (শিক্ষকবৃন্দের) অংশগ্রহনে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় গত ১৪ই সেপ্টেম্বর২০১৭ বিকাল ৩ঘটিকায় খাজুর বাড়িয়া মাধ্যমিক বিধ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে উপকুলীয় ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের অংশগ্রহনে জলবায়ু তহবিল ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নাগরিক সমাজের (শিক্ষকবৃন্দের) অংশগ্রহনে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা চলছে-বাউফল পটুয়াখালী।

হয়।জলবায়ু অর্থায়নের ব্যবস্থাপনাগত ধারনাকে আরো স্পষ্ট করতে সিএফটিএম প্রকল্পের সহায়তায় সিএসও নেতৃবৃন্দরা এই ধরনের সভার আয়োজন করে।

খেজুরবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: রেজায়ুল করিম বলেন- অতি বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টিতে রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে এবং এ ক্ষতি জলবায়ু পরিবর্তন এর কারনে সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

চর আলগি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এম এ জলীল বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে নদী ভাঙ্গন হচ্ছে ফলে বহুলোক ভিটা বাড়ী হারিয়ে অনত্র গিয়ে খুবই অসহায় ভাবে জীবন যাপন করছে । নদী ভাঙ্গনরোধে টেকসই বেড়ীবাধ নির্মানের প্রয়োজন। বেড়ীবাধের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট সুইজ গেইট নির্মান করতে হবে । তাহলেই অত্র এলাকার কৃষকগন যথাযতভাবে কৃষিকাজ করতে পারবে এবং উপকৃত হবে।

নাজিরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো: মোস্তফা কামাল বলেন অমাবস্যা ও পূর্নিমার সময় স্থানীয় খালগুলোতে পানি ঢোকে উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হয়ে ফসলের অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই এ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য খালগুলো গভীরভাবে পূর্নখনন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন

নাগরিক সমাজের সভাপতি জনাব সোহরাব হোসেন বলেন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আগে নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে । আমাদের নিজেদেরকেই স্ব-উদ্দোগী হয়ে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করতে হবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ভুমিকা রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন শিক্ষকরা আমাদের সমাজের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে পারে তাই সবার আগে শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকদেরকে সমাজের বিভিন্ন সমাজের শ্রেনীপেশার মানুষদের জলবায়ু পরিবর্তন সর্ম্পকে প্রশিক্ষিত কওে তুলতে হবে। আর তাহলেই জলবায়ু পরিবর্তন সর্ম্পকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ জানতে পারবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশেষ ভুমিকা রাখতে পারবে ।

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে '' জলবায়ু অর্থায়নের স্বচ্ছতা অর্জন কৌশল'' প্রকল্পের ভোলা,কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলার সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"

মোঃ আবুল হাসান
জেলা টিম লিডার
কোস্ট ট্রাস্ট- জলবায়ু অর্থায়নের স্বচ্ছতা অর্জন কৌশল প্রকল্প, পটুয়াখালী।
প্রকল্প কার্যালয়-
পটুয়াখালী থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
মোবাইল : ০১৭১৩৩২৮৪৩৬
hasan.coastbd@gmail.com/www.coastbd.net